দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 28 APR 1998
পৃঃ 7 কলাম ৩

শিক্ষানুরাগী মহলের অভিমত

প্রতি থানায় একটি মাত্র এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র নকল প্রবণতা হ্রাস করিবে

রেজানুর রহমান ॥ এবার এসএসসি পরীক্ষায় ব্যাপক নকল ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় সকল মহল উদ্বিগ্ন। পরীক্ষায় নকলের ঘটনা নূতন নয় ইহা যেন দীর্ঘদিনের ট্রাডিশন। রাজধানী ঢাকা ও বড় বড় শহরের পরীক্ষা কেন্দ্র ও গ্রামের অধিকাংশ পরীক্ষা কেন্দ্রের দৃশ্যপট সম্পূর্ণ আলাদা। পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল করিতে অসুবিধা হইবে না–এই ধরনের মানসিকতার কারণে হাজার হাজার পরীক্ষার্থী প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি হইতে বিরত থাকে। শিক্ষানুরাগী মহল শহরের বাহিরে গ্রামাঞ্চলে নকল প্রবণতা রোধের জন্য থানা সদরে একটি মাত্র পরীক্ষা কেন্দ্র বহাল রাখিয়া অন্য সকল কেন্দ্র বাতিলের

(২য় পৃষ্ঠায় ৭-এর কঃ দ্রঃ)

নকল

(প্রথম পৃঃ পর)

পরামর্শ দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, থানা সদরে একটি মাত্র পরীক্ষা কেন্দ্র থাকিলে ব্যবস্থাপনা ভালো হইবে। আইন-শৃঙ্খলা আয়ত্তে রাখা যাইবে এবং শিক্ষক ও প্রশাসন ভয়ভীতির উর্ধ্বে থাকিয়া দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন। তাঁহারা বলেন, থানা সদরের বাহিরের অধিকাংশ পরীক্ষা কেন্দ্রে ব্যাপকহারে নকল প্রবণতার কারণে থানা সদরের কেন্দ্রেও নকলের সুযোগ করিয়া দিতে হইতেছে। থানা সদরের কেন্দ্রে যে সব স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা দেয় তাহাদের অন্যান্য কেন্দ্রের মতো সুযোগ দেওয়া না হইলে আগামীতে ঐ কেন্দ্রে পরীক্ষার্থী কমিয়া যাইবে এই আশঙ্কায়ও শেষ পর্যন্ত থানা সদরের পরীক্ষা কেন্দ্রেও নকল করার সুযোগ করিয়া দিতে হয়। এব্যাপারে গতকাল শিক্ষামন্ত্রীর সহিত যোগাযোগ করা হইলে তিনি বলেন, সরকার এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করিতেছেন। তিনি স্বীকার করেন, গ্রামাঞ্চলের থানা সদরে একটি মাত্র পরীক্ষা কেন্দ্র থাকিলে নকল প্রবণতা অনেক কমিবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বেশ কয়েক বছর পূর্বে থানা সদরে একটি মাত্র পরীক্ষা কেন্দ্রে এসএসসি পরীক্ষা নেওয়া হইয়াছিল এবং তখন নকল প্রবণতা কমিয়াছিল। পরবর্তীতে রাজনৈতিক চাপে থানা সদরের বাহিরেও পরীক্ষা কেন্দ্র খোলার অনুমতি দেওয়া হয় এবং নকল প্রবণতা বাড়িয়া যায়।

শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক বলিয়াছেন, পরীক্ষায় নকল প্রবণতা আর বরদাশত করা হইবে না। তিনি বলেন, শুধু থানা সদরে পরীক্ষা কেন্দ্র রাখা যায় কিনা ইহা নিয়া নূতন করিয়া চিন্তা-ভাবনা করা হইতেছে। থানা সদরে স্থায়ী পরীক্ষা কেন্দ্র নির্মাণ করার কথাও ভাবা হইতেছে। প্রতিটি থানা সদরে বিশাল ভবন নির্মাণ করিয়া ইহাকে স্থায়ীভাবে পরীক্ষার হল হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই ভবনের রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব পালন করিবে থানা কর্তৃপক্ষ। পরীক্ষা গ্রহণ ছাড়াও সরকারী বিভিন্ন অনুষ্ঠানও এই ভবনে অনুষ্ঠিত হইতে পারে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, পরীক্ষায় ফ্রি স্টাইলে নকল হইয়াছে এইরূপ কোন কেন্দ্রে আর পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে না। এই ক্ষেত্রে কোন রাজনৈতিক চাপ কাজে আসিবে না।

বরিশাল হইতে মাইনুল হাসান ॥ এসএসসি পরীক্ষায় এবারে গণহারে নকল চলিতেছে। এত নকল গত ৩/৪ বছরেও হয় নাই। থানা সদরের বাইরের কেন্দ্রে ব্যাপকহারে নকল হওয়ায় উহা থানা সদরের কেন্দ্রেও সংক্রমিত হইয়াছে। জেলায় ২১টি কেন্দ্রের মধ্যে থানা সদরের বাইরে কেন্দ্র হইতেছে ১০টি। বাকেরগঞ্জ থানার ৩টি কেন্দ্র রহিয়াছে সদরের বাইরে। উজিরপুরে রহিয়াছে ২টি। বানারীপাড়ায় ২টি, গৌরনদী, ব্যরুগঞ্জ ও মেহেন্দিগঞ্জে রহিয়াছে ১টি করিয়া। এই কেন্দ্রগুলি 'তদবিরের কেন্দ্র' হিসাবে পরিচিত। চাখার কেন্দ্র দীর্ঘদিনের পুরানো। অন্য কেন্দ্রগুলি প্রভাবশালীদের চাপে ও তদবিরে বোর্ড কর্তৃপক্ষ চালু করিয়াছে। কোন কোন কেন্দ্র বিগত শিক্ষামন্ত্রীদের সরাসরি হস্তক্ষেপে চালু হয়। যদিও বর্তমান সরকারের আমলে একটিও কেন্দ্র চালু হয় নাই। বরঞ্চ শিকারপুর ও ভবানীপুর কেন্দ্র এ বছর বাতিল হইয়াছে। এই শহরের কেন্দ্রে ২০/২৫ মাইল দূরের পরীক্ষার্থীও অংশগ্রহণ করিতেছে। অথচ থানাগুলিতে গ্রামে গ্রামে কেন্দ্র গড়িয়া উঠিতেছে। এবছর থানা ও জেলা শহরের কেন্দ্রগুলিতে প্রথমদিকে বেশ কড়াকড়ি ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু গ্রামের কেন্দ্রগুলিতে ব্যাপক নকলের খবর ছড়াইয়া পড়িলে থানা সদরের কেন্দ্রেও উহার ঢেউ লাগে। শিক্ষকেরা মনে করেন হলে কড়াকড়ি হইলে ছাত্র-ছাত্রীরা গ্রামের কেন্দ্রের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবে। তাহাদের ছাত্র-ছাত্রী কমিয়া গেলে 'আয় কমিয়া যাইবে। এ কারণে তাহারা কিছুটা 'লিবারেল' হন।